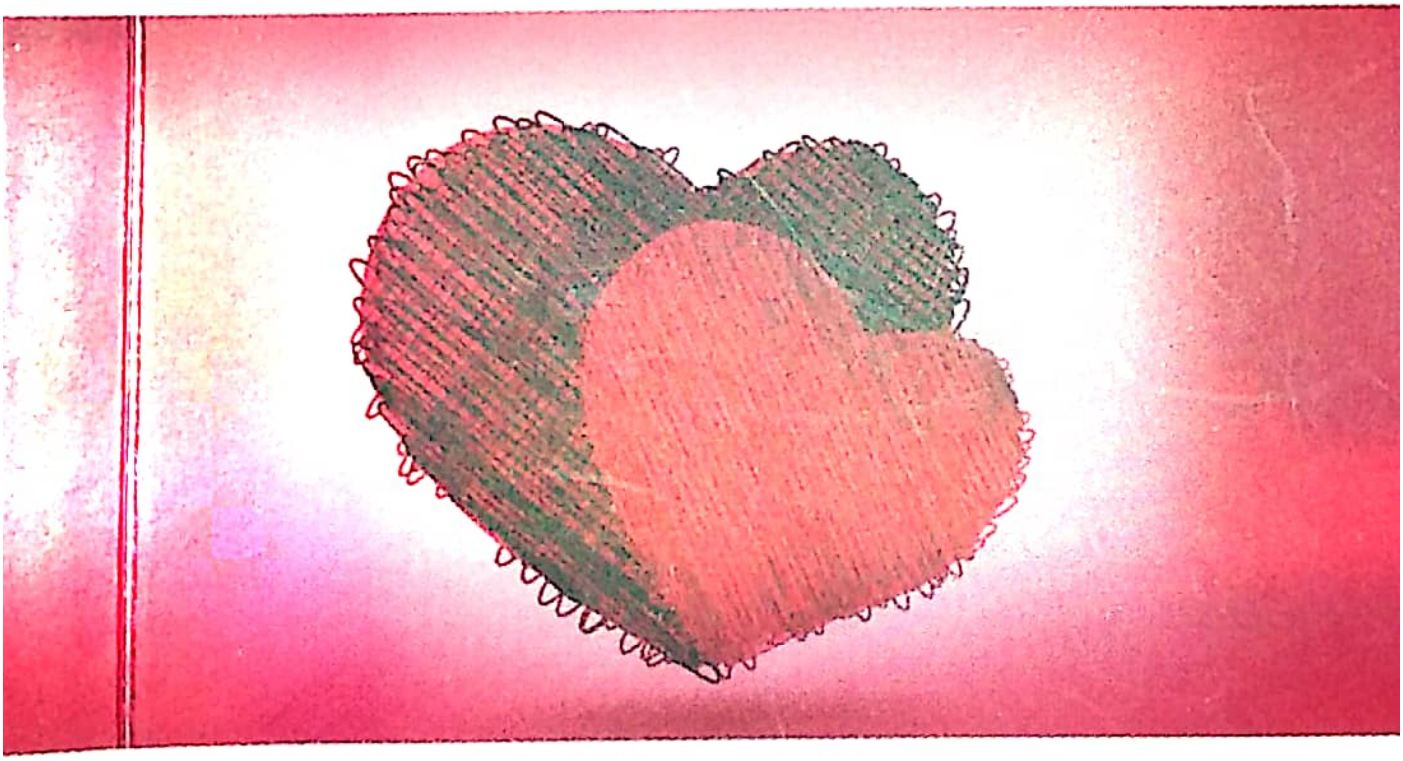
RUHAMA
PUBLICATION

বিয়ের

উপকারিতা ও শরয়ী রূপরেখা



শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

Scanned with CamScanner

প্রকাশকের কথা...

নারী-পুরুষের জৈবিক চাহিদা মেটানোর একমাত্র বৈধ পদ্ধতি হলো বিয়ে। এ বিয়েকে যত কঠিন করা হবে, ততই সম্প্রসারিত হবে গুনাহের দুয়ার। পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে সুষম বিবাহ পদ্ধতির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার কারণেই সেসব দেশের মানুষ পশুর মতো যৌনাচারে লিপ্ত হচ্ছে। তাদের মাঝে প্রসার ঘটছে সমকামিতার মতো নিকৃষ্ট পাপাচার। আমাদের মুসলিম সমাজেও যদি বিবাহের পদ্ধতি কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে পরিণতি হবে পাশ্চাত্যের মতোই ভয়াবহ। সুতরাং ইসলামে বিবাহকে যেভাবে সহজ রাখা হয়েছে, সেভাবেই এ আমল চালু রাখা আবশ্যক। বিয়ের উপকারিতা ও এর রূপরেখা সম্পর্কে যদি মুসলিম তরুণ-তরুণীরা স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে, তাহলে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একদিকে যেমন আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের আশা রাখতে পারবে, অপরদিকে তারা বেঁচে থাকতে পারবে অনেক মারাত্মক গুনাহ থেকে। বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম নারী-পুরুষরাও যেন বিয়ে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে, এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে রুহামা পাবলিকেশন 'বিয়ের উপকারিতা ও শরয়ী রূপরেখা' নামে প্রকাশ করেছে শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ (ফাক্কাল্লাহু আসরাহু)-এর 'আহকামুন নিকাহ ওয়া আদাবুহু' গ্রন্থটি। আমাদের মুসলিম ভাইবোনদের জন্য গ্রন্থটি বেশ উপকারী হবে, ইন শা আল্লাহ।

- রফিকুল ইসলাম

Award-Winning
From DUET Branch

বিয়ের উপকারিতা ও শরয়ী রূপরেখা

Scanned with CamScanner

বিয়ের
উপকারিতা ও শরয়ী রূপরেখা

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

বই	বিয়ের উপকারিতা ও শরয়ী রূপরেখা
মূল	শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ
অনুবাদ	আব্দুল্লাহ ইউসুফ
সম্পাদনা	মুফতী তারেকুজ্জামান
প্রকাশক	রফিকুল ইসলাম

RUHAMA PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

Scanned with CamScanner

বিয়ের উপকারিতা ও শরয়ী রূপরেখা

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
সফর ১৪৪০ হিজরি / অক্টোবর ২০১৮ ঈসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ৪৮৬

RUHAMA PUBLICATION
রুহামা পাবলিকেশন
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhamapublication.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد

মানুষের জৈবিক চাহিদা মেটানোর একমাত্র বৈধ মাধ্যম হলো বিবাহ। বিবাহের মাধ্যমেই নারী-পুরুষের মাঝে পরিবার গঠিত হয়। বিস্তার ঘটে বংশধারার। বিবাহ কেবল স্বামী-স্ত্রীর মানসিক প্রশান্তি লাভের উপায়-ই নয়; বরং এর মাধ্যমে তারা অর্জন করতে পারে মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি। কেননা, বিবাহ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এর সুন্নাহ, যা নিঃসন্দেহে ইবাদত। স্বামী-স্ত্রীর কথা-বার্তা, আমোদ-প্রমোদ, সহবাস– এ সবকিছুর মাঝে তাদের জন্য পুণ্য রয়েছে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

Scanned with CamScanner

"তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করাতে তার জন্য রয়েছে সদাকার সাওয়াব। সাহাবীগণ রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের কেউ যদি (তার স্ত্রীদের সাথে) যৌন চাহিদা মেটায়, তাতেও কি তার জন্য সাওয়াব রয়েছে? তখন তিনি বললেন, তোমরা কী মনে কর– যদি লোকটি কোনো হারাম কাজে লিপ্ত হতো; তাহলে তার গুনাহ হতো কি না? অনুরূপভাবে যখন সে হারাম থেকে বিরত থেকে হালাল কাজে লিপ্ত হয়, তখন তার জন্য সাওয়াব রয়েছে।"[১]

বস্তুত, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে মানুষের পক্ষে অনেক হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকা সহজ হয়ে যায়। যিনা-ব্যভিচার, অবৈধ প্রেম-পরকীয়া, লিভ টুগেদার প্রভৃতি মারাত্মক গুনাহ বেশির ভাগই বিবাহ থেকে বিমুখ থাকার কারণে সংঘটিত হয়। বিবাহিত নারী-পুরুষ এমন সব হারাম কাজ থেকে নিজেদের সহজে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। কারণ তাদের জন্য রয়েছে জৈবিক চাহিদা মেটানোর হালাল ক্ষেত্র।

বিবাহের মাধ্যমেই অর্জন হয় মুমিনের ঈমানের পরিপূর্ণতা। সে হতে পারে উন্নত চরিত্রের অধিকারী, লাভ করতে পারে অন্তরের পবিত্রতা। বিবাহের মাঝে এমন বহুবিধ উপকারিতা থাকার কারণেই শরীয়তে বিবাহের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও এর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

১. সহীহ মুসলিম: ১০০৬

বাংলা ভাষাভাষী মুসলিমরা যেন বিবাহের উপকারিতা ও এর শরয়ী রূপরেখা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে, এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে রুহামা পাবলিকেশন 'বিয়ের উপকারিতা ও শরয়ী রূপরেখা' নামক বইটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে, যা শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ (ফাক্কাল্লাহু আসরাহু) এর 'আহকামুন নিকাহ ওয়া আদাবুহু' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ–লেখক এতে খুব সহজ ও চমৎকার ভাষায় বিয়েসংক্রান্ত ৩৬টি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা তুলে ধরেছেন। আল্লাহ আমাদেরকে এ বইটি থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

- আব্দুল্লাহ ইউসুফ

Scanned with CamScanner

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

বিবাহের বিধিবিধান ও রীতিনীতি বিষয়ে এটি একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন। আল্লাহ তাআলার নিকট আমরা প্রার্থনা করছি, তিনি যেন এর দ্বারা আমাদের উপকৃত করেন এবং এ গ্রন্থটি প্রস্তুত ও প্রকাশের পেছনে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যয় হয়েছে, তাদের সকলকে তিনি উত্তম বিনিময় দান করেন।

Scanned with CamScanner

০১

বিবাহ মানুষের সৃষ্টিগত চাহিদা ও মানবিক বৈশিষ্ট্য। এর মাঝে রয়েছে বহুবিধ উপকারিতা। বিবাহ দুনিয়া আবাদের প্রধান মাধ্যম, আত্মাকে হারাম পথ থেকে রক্ষা করে হালাল পথে পরিচালিত করার উপায়, ফেতনা থেকে বাঁচার রক্ষাকবচ, মানব সম্পদ বৃদ্ধিকরণের মাধ্যম ইত্যাদি। সর্বোপরি এটি আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এর সুন্নাহ। ইসলামি শরীয়াহ এ ব্যাপারে আমাদের উৎসাহিত করেছে। এর প্রতি আগ্রহ জাগিয়েছে অত্যন্ত চমৎকারভাবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

"আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদেরকে পুত্র ও পৌত্রাদি দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে দান করেছেন উত্তম জীবনোপকরণ। তবুও কি তারা ভিত্তিহীন বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?"[২]

২. সূরা নাহল: ৭২

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও বলেন–

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

"আপনার আগেও আমি বহু রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাঁদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি।"[৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"আমি তো রোজা রাখি, ইফতার করি, নামাজ পড়ি, ঘুমাই, নারীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। অতএব, যে আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।"[৪]

অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"হে যুব সমাজ, তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সক্ষমতা

৩. সূরা রা'দ: ৩৮
৪. সহীহ বুখারী: ৫০৬৩; সহীহ মুসলিম: ১৪০১

Scanned with CamScanner

রাখে, সে যেন বিবাহ করে নেয়। কেননা, তা দৃষ্টি অবনত রাখা ও লজ্জাস্থান হেফাজত করার জন্য অত্যন্ত কার্যকরী। আর যে বিবাহের সক্ষমতা রাখে না, সে যেন রোজা রাখে। কেননা, রোজা তার জন্য গুনাহ থেকে বাঁচার রক্ষাকবচ।"[৫]

০২

বিবাহ আল্লাহর তাআলার বড়ত্ব, মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ এবং তাঁর উত্তম সৃষ্টি, পরিব্যাপ্ত রহমত, বান্দাদের প্রতি তাঁর অপার কৃপার বহিঃপ্রকাশ। তাই তো তিনি ইরশাদ করেন–

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে গিয়ে শান্তি লাভ কর এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে নিদর্শনাবলি রয়েছে সেসব লোকের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।"[৬]

৫. সহীহ বুখারী: ১৯০৫; সহীহ মুসলিম: ১৪০০
৬. সূরা রূম: ২১

তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্ত্রীদেরকে স্বামীদের জন্য শান্তির আবাস করে দিয়েছেন। স্ত্রীর কাছে গেলে স্বামীর আত্মা স্থির থাকে। মন সর্বদা ব্যাকুল থাকে তার সাক্ষাতের আশায়। তার হাস্যোজ্জ্বল চেহারাখানি দেখে স্বামীর হৃদয় জুড়িয়ে যায়। যখন সে আপন স্ত্রীর সান্নিধ্যে আসে, তখন তার মন প্রশান্তিতে উদ্বেলিত হতে থাকে। সর্বোপরি একজন স্বামী তার স্ত্রীকে পেলে অন্য নারীর প্রতি আর আগ্রহ থাকে না। এজন্যই বলা হয়, দাম্পত্য জীবন হলো শান্তির ঠিকানা। উভয়ের অন্তরে আল্লাহ তাআলা দয়া ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন। ফলে দুজনের মাঝে সৃষ্টি হয় ভালোবাসার এক অটুট বন্ধন।

০৩

কিছু ওয়াদা ও অঙ্গীকারের সমষ্টি, উত্তমভাবে জীবনযাপনের প্রক্রিয়া, খারাপ চিন্তা থেকে বাঁচার উপায়, কুপ্রবৃত্তির চিকিৎসা, পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শন, দুটি জীবনের মাঝে স্থিরতা আনয়ন, একজন মহীয়সীকে শান্তির আবাস হিসেবে গ্রহণ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শে গঠিত একটি সুসংগঠিত পারিবারিক ব্যবস্থা– ইত্যাদির নামই হলো বিবাহ বন্ধন।

Scanned with CamScanner

০৪

ইসলাম এসে জাহেলি সমাজের সকল নোংরা-অশ্লীল বিবাহ প্রথাকে বিলুপ্ত করে। প্রতিষ্ঠা করে এক সুন্দর-সুষম নীতির বিবাহ প্রথা। যেমনটি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযি. বলেন–

فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالحَقِّ، هَدَمَ نِكَاحَ الجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ اليَوْمَ

"মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্তির পর বর্তমানের এই (সুষম) বিবাহ রীতি ছাড়া জাহেলি যুগের সকল বিবাহ প্রথাকে বিলুপ্ত করেন।"[৭]

০৫

বিবাহ আল্লাহ তাআলার অন্যতম নিদর্শন। সৃষ্টিকুলের মাঝে বিবাহের চাহিদা দিয়েই তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন। আর সকল সৃষ্টির মাঝে তিনি মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন বলেই তাদের বিবাহ ব্যবস্থার মধ্যে আরোপ করেছেন কিছু নিয়ম-পদ্ধতি, বিধি-নিষেধ ও আদব-শিষ্টাচার। যার

৭. সহীহ বুখারী: ৫১২৭

সঠিক চর্চার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকতে পারে, লাভ করতে পারে তাঁর নৈকট্য।

০৬

নীতিগতভাবে বিবাহ বৈধ একটি কাজ। তবে মানুষের অবস্থার প্রেক্ষিতে এই বৈধতার ধরনে পরিবর্তন আসে। তাই যে ব্যক্তি যৌনশক্তি থাকা সত্ত্বেও তার প্রবৃত্তিকে যিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া থেকে হেফাজত করতে পারবে, তার জন্য বিবাহ করা মুস্তাহাব। আবার যে লোক সক্ষমতা থাকাবস্থায় যিনায় লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রাখে, তার জন্য বিবাহ করা ওয়াজিব বা ফরয। আর কেউ যদি স্ত্রীর অধিকার বিনষ্টের ও তার ওপর অন্যায়, জুলুম করার আশঙ্কা রাখে; তাহলে তার জন্য বিবাহ করা মাকরূহ। যেমন, সহবাসে বা ভরণপোষণে অক্ষমতা ইত্যাদি।

০৭

বিবাহের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি অতীব লক্ষণীয় তা হচ্ছে, কোনো ধরনের তাড়াহুড়ো না করে জেনে বুঝে ধীরস্থিরতার সাথে বিবাহ সম্পাদন করবে। আর এ ক্ষেত্রে অবশ্যই দীনদার, উত্তম চরিত্রের অধিকারিণী, সন্তান জন্মদানে

Scanned with CamScanner

সক্ষম, কুমারী, সুন্দরী এবং সতী রমণীকে বাছাই করবে। লক্ষ রাখতে হবে, রমণী যেন হয় অভিজাত, উচ্চবংশীয় ও সম্মানিতা। সুতরাং যদি কারও মাঝে এসব গুণের সমন্বয় ঘটে, তাহলে তো কল্যাণে ভরপুর। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ

"সুতরাং নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাজতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাজত করে।"[৮]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ

"নারীকে বিবাহ করা হয় চারটি বিষয় দেখে। তার সম্পদের কারণে, তার বংশ মর্যাদার কারণে, তার সৌন্দর্যের কারণে এবং তার দীনদারিতার কারণে। অতএব তুমি দীনদার মেয়ে বিবাহ করে সুখী ও সফল হও। অন্যথায় তুমি ধ্বংস হও।"[৯]

তিনি আরও বলেন–

৮. সূরা নিসা: ৩৪
৯. সহীহ বুখারী: ৫০৯০; সহীহ মুসলিম: ১৪৬৬

الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

"দুনিয়া হচ্ছে ভোগের সামগ্রী। আর এই দুনিয়ার সর্বোত্তম সামগ্রী হলো নেককার স্ত্রী।"[১০]

অন্যত্র তিনি বলেন–

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ

"তোমরা সোহাগিনী ও অধিক বাচ্চা প্রসবে সক্ষম নারীদের বিবাহ কর। কেননা, আমি তোমাদের মাধ্যমে আমার উম্মতের আধিক্য চাই।"[১১]

জাবের রাযি. যখন একজন পূর্ব-বিবাহিতা নারীকে বিবাহ করলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন–

فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ

"কুমারী নারীকে বিবাহ করনি কেন? যার সাথে তুমি আমোদ-প্রমোদ করবে এবং সে তোমার সাথে আমোদ-প্রমোদ করবে।"[১২]

তাই, কুমারী নারীদের বিবাহ করা ভালোবাসার ক্ষেত্রে অধিক সহায়ক এবং অধিকাংশ সময় সম্পর্ক স্থাপন ও

১০. সহীহ মুসলিম: ১৪৬৭
১১. সুনানে আবু দাউদ: ২০৫০
১২. সহীহ বুখারী: ৫২৪৭; সহীহ মুসলিম: ৭১৫

Scanned with CamScanner

প্রণয়ের জন্য তারা অধিক বিশ্বস্ত। অবশ্য প্রয়োজন ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কখনো পূর্ব-বিবাহিতা নারীকেও পছন্দ করা হয়। যেমনটি করেছেন জাবের রাযি., যেন তাঁর স্ত্রী তাঁর বোনদের প্রতি যত্নশীলা হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন নারী উত্তম? তখন তিনি উত্তরে বললেন–

الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

"যার দিকে তাকালে স্বামী আনন্দিত হয়, যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বামীর আদেশ পালন করে এবং যে নিজের ও নিজের ধনসম্পদের ব্যাপারে স্বামীর অমতে কোনো কাজ করে তার বিরোধিতা করে না।"[১৩]

০৮

অভিভাবকদের দায়িত্ব হলো, তাদের অধীনস্থ মেয়েদের জন্য দীনদার ও চরিত্রবান পাত্র নির্বাচন করা এবং তাদের বিবাহকে কঠিন না করে সহজতর করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

১৩. সুনানে নাসায়ী: ৩২৩১; মুসনাদে আহমাদ: ৭৪২১

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন[১৪] (পুরুষ হোক বা নারী), তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরও। তারা যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ অতি প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ"[১৫]

হাদীস শরীফে আছে–

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ

"যখন তোমাদের কাছে এমন কেউ বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসবে–যার দীনদারিতা ও চরিত্রের ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট–তার কাছে বিবাহ দিয়ে দাও। যদি তোমরা তার জন্য বিবাহের ব্যবস্থা না কর, তাহলে দুনিয়ায় বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে।"[১৬]

১৪. الْأَيَامَى দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে সকল নারী-পুরুষের স্বামী বা স্ত্রী নেই। অর্থাৎ হে মুমিনগণ, তোমাদের স্বাধীন নারী-পুরুষ ও সৎ গোলাম-বাঁদিদের মধ্যে যারা অবিবাহিত, তাদের বিয়ের ব্যবস্থা কর।
১৫. সূরা নূর: ৩২
১৬. সুনানে তিরমিযী: ১০৮৫

Scanned with CamScanner

০৯

বিবাহের ক্ষেত্রে যেন পাত্র-পাত্রী দুজনই উত্তম ও নেককার হয়, সেই চেষ্টা করা উচিত। উভয়ে নেক কাজের অধিকারী হলে তো সম্মেলন ঘটবে মহাপুণ্যের। আর এতে অনেক সাওয়াবও রয়েছে। এর ফলে পরস্পরকে পুণ্য ও তাকওয়ার কাজে সহায়তা করা যায়, কল্যাণের পথে চলা যায়, খুলে যায় সফলতার পথ, বন্ধ হয়ে যায় ফেতনার রাস্তা। তা ছাড়া এতে সকল মুসলিমের জন্যও রয়েছে কল্যাণ।

১০

সবার ওপর আবশ্যক হলো, সার্বিক সকল উপকরণসহকারে যুবকদেরকে শরীয়াহসম্মত একটি ইসলামি পরিবার গঠনের ব্যবস্থা করে দেওয়া। তাদেরকে বিবাহের প্রতি উৎসাহিত করা, দীনদার পাত্র-পাত্রী খুঁজে দেওয়া, অতঃপর আগ্রহীদের মাঝে সম্ভব হলে সম্পর্ক করে দেওয়া। এ কাজে তাদের যেকোনো ধরনের সমস্যার সমাধান, এমনকি প্রয়োজনে কাউকে আর্থিক সহায়তা করা। বিশেষ করে সাবলম্বী লোকদেরকে, তাদের পেছনে আর্থিক সহায়তার

জন্য উৎসাহ দেওয়া। তাহলে আমরা আল্লাহর সেই বাণীর ওপর আমলকারী হবো, যেখানে তিনি ইরশাদ করেন–

يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ

"তারা কল্যাণের কাজসমূহে প্রতিযোগিতা করে।"[১৭]

১১

স্বাভাবিকভাবে ছেলের পক্ষ থেকেই মেয়ের জন্য বিবাহের প্রস্তাব আসে। কিন্তু কোনো মেয়ের অভিভাবক যদি কোনো নেককার ছেলের কাছে তার মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব দেয়, এতে কোনো ক্ষতি নেই। এতে তার বা তার মেয়ের কোনো ত্রুটি বা অসম্মানীও বুঝায় না। অথচ কিছু মানুষ এটাকে লজ্জাজনক মনে করে। পবিত্র কুরআনে কারীমে তো মাদয়ান শহরের সেই পুণ্যবান ব্যক্তির (শুআইব আ. এর) ঘটনা আমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। যিনি তাঁর মেয়েকে মুসা আ. এর নিকট বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব পেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ - قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ

১৭. সূরা মু'মিনূন: ৬১

Scanned with CamScanner

هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

"বালিকাদ্বয়ের একজন বলল, বাবা! আপনি তাকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোনো কাজ দিন। কেননা, আপনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কারও থেকে কাজ নিতে চাইলে সেজন্য এমন ব্যক্তিই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। তাঁর পিতা (মূসা আ.-কে) বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে এই শর্তে বিবাহ দিতে চাই যে, তুমি আট বছর আমার এখানে কাজ করবে। আর যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। ইন-শা-আল্লাহ তুমি আমাকে সদাচারীদের একজন পাবে।"[১৮]

এমনিভাবে উমর বিন খাত্তাব রাযি. তাঁর কন্যা হাফসা রাযি.-কে উসমান রাযি. এর নিকট বিবাহ দেওয়ার জন্য প্রস্তাব পেশ করেছেন। তারপর আবু বকর রাযি. এর কাছেও প্রস্তাব দিয়েছেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বিবাহ করলেন।[১৯]

১৮. সূরা কাসাস: ২৬-২৭
১৯. সহীহ বুখারী: ৪০০৫

১২

সর্বসম্মতিক্রমে বিবাহ-শাদিতে দীনদারিতার ক্ষেত্রে কুফু (পাত্র-পাত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সমতা) ঠিক রাখা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তাই কেউ যদি কোনো সতী-সাধ্বী রমণীকে কোনো ফাসেক ছেলের সঙ্গে বিবাহ দেয়, তাহলে তাদের বিবাহ শুদ্ধ হবে[২০]; কিন্তু ঐ রমণী চাইলে তার বিবাহ বহাল রাখতে পারে, আবার চাইলে বিবাহ বন্ধন ভেঙেও দিতে পারে।

আর যদি দীনদারিতা ঠিক না থাকে, তাহলে এতে মতভেদ রয়েছে। তবে মেয়ের অভিভাবককে কুফুর বিষয়টি অবশ্যই গভীরভাবে লক্ষ করতে হবে। যেন দীনি ও দুনিয়াবি সকল বিষয়ে পাত্র-পাত্রীর মাঝে কুফু ঠিক থাকে। বিবাহের পর তারা যেন তাদের দাম্পত্য জীবন পরিচালনা করতে কোনো ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন না হয়।

২০. উল্লেখ্য যে, হানাফী মাযহাব মতে, অভিভাবক যদি মেয়ের অনুমতি ও সন্তুষ্টিসাপেক্ষে বিবাহ দেয়, তাহলে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে, চাই কুফু ঠিক থাকুক বা না থাকুক; এ ক্ষেত্রে অভিভাবক বা মেয়ে দুজনের কারও জন্যই এ বিবাহকে ভঙ্গ করার আর অধিকার থাকে না। আর যদি মেয়ের অনুমতি বা সন্তুষ্টি ছাড়া বিবাহ দেয়, তাহলে মেয়ে সাবালিকা হলে বিবাহ শুদ্ধই হবে না। পক্ষান্তরে সাবালিকা মেয়ে যদি অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া নিজে নিজে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহলে কুফু ঠিক থাকলে সার্বিকভাবে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। এতে কারও আপত্তি করার অধিকার থাকবে না। আর কুফু ঠিক না থাকলে বিবাহ শুদ্ধ হবে ঠিক, কিন্তু মেয়ের অভিভাবকের জন্য এ বিবাহ ভেঙে দেওয়ার অধিকার থাকবে। (বাদায়েউস সানায়ে': ২/৩২০; হিদায়া: ১/১৯১) -সম্পাদক

Scanned with CamScanner



কুফু ঠিক রেখে কন্যাকে বিবাহ দেওয়া থেকে নিষেধ করা হারাম। যদি কন্যা কুফু ঠিক রেখে কাউকে বিয়ে করতে চায়, তাহলে তার অভিভাবকের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে না। কেননা, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

"তখন তাদেরকে পূর্ব স্বামীদের সাথে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী বিয়ে করতে বাধাদান করো না।"[২১]

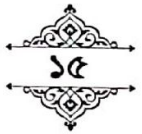


রমণীদেরকে তাদের অনিচ্ছা বা অপছন্দ সত্ত্বেও কোনো পাত্রের সাথে জোরপূর্বক বিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

২১. সূরা বাকারা: ২৩২

لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ

"কুমারী রমণীকে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, তার অনুমতির ধরন কী? তিনি বললেন, "তার চুপ থাকাই তার অনুমতি।"[২২]



পিতামাতার এ অধিকার নেই যে, ছেলে যেই মেয়েকে বিবাহ করতে অনিচ্ছুক, তাকে ঐ মেয়ের সাথে বিয়ে দেওয়ার জন্য জবরদস্তি করবে। সুতরাং যদি পিতামাতার এমন সিদ্ধান্তে ছেলে রাজি না হয়, তাহলে সে অবাধ্য বলে বিবেচিত হবে না। যেমন, কোনো ব্যক্তি তার পছন্দনীয় খাবার খাওয়ার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ তাকে তার অপছন্দনীয় খাবার খেতে বাধ্য করে, তাহলে অবস্থা যেমন হবে এখানেও বিবাহের বিষয়টি ঠিক তেমনি। আর অপছন্দনীয় খাবারের তিক্ততা তো থাকে মাত্র কিছু সময়। পক্ষান্তরে পাত্র-পাত্রীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিবাহ সম্পাদিত হলে, এর তিক্ততা সারা জীবন আস্বাদন করতে হয়,

২২. সহীহ বুখারী: ৫১৩৬; সহীহ মুসলিম: ১৪১৯

Scanned with CamScanner

জীবনভর তা সহ্য করে যেতে হয়। এ থেকে সহজে মুক্তি পাওয়াও সম্ভব হয় না।



কোনো পুরুষ কোনো নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তার জন্য উচিত হলো, নির্জনতা ছাড়া প্রকাশ্যে ঐ নারীর বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখা। যেমন: চেহারা, হাতের কব্জি, পায়ের পাতা। অনুরূপ নারীরও উচিত ঐ পুরুষের দিকে তাকানো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

"যখন তোমাদের কেউ কোনো মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে, তখন যদি সে মহিলার (চেহারা, হাতের কব্জির) দিকে তাকাতে সক্ষম হয়, যা তাকে বিয়ের প্রতি উৎসাহিত করবে: তাহলে সে যেন তা করে (তাকিয়ে দেখে নেয়)।"[২৩]

মুগীরা বিন শু'বা রাযি. এক নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন–

২৩. সুনানে আবু দাউদ: ২০৮২

انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

"তাকে দেখে নাও। কারণ, এটা তোমাদের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি করবে।"[২৪]



প্রস্তাবিত পাত্রীর দিকে চারটি শর্ত ছাড়া তাকানো জায়েয নয়। ০১. বিবাহের জন্য দৃঢ় সংকল্প করা। ০২. নির্জনে সাক্ষাৎ না হওয়া। ০৩. ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকা। ০৪. শরীয়ত যতটুকু দেখার অনুমতি দিয়েছে, তার চেয়ে অতিরিক্ত না দেখা। আর একজন নারী তার বাবা, ভাই ও মাহরামদের সামনে যতটুকু খোলা রাখতে পারবে, ততটুকুই প্রস্তাবদানকারী পুরুষ দেখতে পারবে।[২৫]

২৪. সুনানে তিরমিযী: ১০৮৭; সুনানে নাসায়ী: ৩২৩৫; সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৮৬৬

২৫. এটা কতিপয় আলেমের মত। কিন্তু এর বিপরীতে অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরামের মত হচ্ছে, শুধুমাত্র পাত্রীর চেহারা এবং হাতের কব্জি পর্যন্ত দেখতে পারবে; এর বেশি দেখার অনুমতি নেই। (নাইলুল আওতার: ৬/১৩৩) - সম্পাদক

Scanned with CamScanner

১৮

কোনো মুসলিম যদি একজন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়, তার এই প্রস্তাবের ওপর অন্য কোনো পুরুষের প্রস্তাব দেওয়া হারাম। তাই কেউ কোনো নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে যদি তাদের সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনা থাকে, এই অবস্থায় অন্যদের প্রস্তাব দেওয়া হারাম; যতক্ষণ না তার চলমান প্রস্তাব বাদ যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

لَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ

"কোনো ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব না দেয়। তবে যদি প্রথম প্রস্তাবদাতা তার প্রস্তাব উঠিয়ে নেয় অথবা অন্যদেরকে প্রস্তাব দেওয়ার অনুমতি দেয়, তাহলে বৈধ।"[২৬]

২৬. সহীহ বুখারী: ৫১৪২; সহীহ মুসলিম: ১৪০৮

১৯

বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করা, তাদের উভয়ের সন্তুষ্টি থাকা (ইজাব-কবুলের মাধ্যমে), ওলী থাকা, ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী থাকা এবং ইদ্দত, ইহরাম ইত্যাকার নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্ত থাকা।

২০

বিবাহের ক্ষেত্রে ওলী ও ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কেননা, কোনো মহিলা তার নিজেকে এবং অন্যকে বিবাহ দিতে পারবে না। আর যদি মহিলা এমনটি করে থাকে, তাহলে তার বিবাহ শুদ্ধ হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

"ওলী ও দুজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ব্যতীত কোনো বিয়ে হবে না।"[২৭]

অন্যত্র তিনি বলেন–

২৭. সহীহ ইবনে হিব্বান: ৪০৭৫

Scanned with CamScanner

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

"যে নারী ওলীর অনুমতি ছাড়া নিজে নিজেই বিয়ে করে; তার বিবাহ বাতিল[২৮], বাতিল, বাতিল।"[২৯]

২১

বিবাহের এলান করা এবং শুধু মহিলাদের জন্য দফ বাজানো মুস্তাহাব। সেখানে এমন সব গানের আয়োজন থাকতে পারে, যেগুলোতে কোনো হারাম কাজের প্রতি আকর্ষণ ও আহ্বান নেই। হাদীসে আছে যে- أَعْلِنُوا النِّكَاحَ "তোমরা বিবাহের খবর জানিয়ে দাও।"[৩০]

২৮. এ ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাব মতে, মেয়ে যদি সাবালিকা হয়, তাহলে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করা সামাজিক দৃষ্টিতে অসমীচীন হলেও শরয়ী দৃষ্টিতে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। উক্ত হাদীসের ক্ষেত্রে হানাফীদের ব্যাখ্যা হলো, অভিভাবক ছাড়া এভাবে বিবাহ করলে সমাজে যেহেতু বিশৃঙ্খলা হবে, এজন্যই হাদীসে এ ধরনের বিবাহকে বাতিল বলে এর কঠোরতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এখানে মূলত বিবাহকে অশুদ্ধ বলা উদ্দেশ্য নয়, যা অন্যান্য দলীলের দ্বারা প্রমাণিত। এ ছাড়াও এ হাদীসের আরও একাধিক ব্যাখ্যা রয়েছে। বিস্তারিত জানতে দেখুন- ফাতহুল কাদীর: ৩/২৫৮-২৬০; মাবসূত- সারাখসী: ৫/১১-১২। -সম্পাদক

২৯. সুনানে আবু দাউদ: ২০৮৩; সুনানে তিরমিযী: ১১০২

৩০. মুসনাদে আহমাদ: ১৬১৩০

অন্য হাদীসে আছে–

فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ

"হালাল তথা বিবাহ এবং হারাম তথা ব্যভিচারের মাঝে পার্থক্য হলো, বিবাহের মধ্যে দফ বাজানো[৩১] ও বিবাহের এলান করা।"[৩২]

২২

আকদের সময় মোহর উল্লেখ করা মুস্তাহাব। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

"আর তোমরা স্ত্রীদেরকে খুশিমনে তাদের মোহর দিয়ে দাও।"[৩৩]

৩১. দফ এমন ঢোলকে বলা হয়, যার একপাশ পর্দা দ্বারা আবৃত এবং অন্য পাশ খোলা থাকে। এর আওয়াজ কিছুটা ভারী ও কর্কশ। বর্তমান সময়ে এমন ঢোলের দেখা কদাচিৎ-ই মিলে। আধুনিক যে সমস্ত ঢোল ও বাদ্যযন্ত্র পাওয়া যায়, অনেকে এগুলোকে দফ মনে করে বৈধ করার চেষ্টা করে, যা শরীয়াহ অনুমোদিত নয়। বরং অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দফ ছাড়া অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র ও ঢোল-তবলাকে ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়েছেন। - সম্পাদক

৩২. সুনানে তিরমিযী: ১০৮৮; সুনানে নাসায়ী: ৩৩৬৯; সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৮৯৬

৩৩. সূরা নিসা: ৪

Scanned with CamScanner

আর মোহরকে সদাকা বলা হয়েছে এই কারণে যে, মোহর (সদাকা তথা যাকাতের মতো) আবশ্যকীয় ও সুদৃঢ় একটি অধিকার। তা ছাড়া এটি বিবাহের গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক একটি বিষয়।



২৩

মোহর মাল তথা স্বর্ণ-রৌপ্য হওয়া ভালো। অথবা মালের সমতুল্য হওয়া, যা জমা করে রাখা যায় এবং তার একটা মূল্য থাকে। বা এমন কোনো জিনিস হওয়া, যাকে মাল বানানো যায়। যেমন এমন কিছু হওয়া, যার মালের মতো মূল্য আছে। হতে পারে খেদমত বা কোনো ধরনের উপকার। যেমন স্ত্রীকে কুরআন শিক্ষা দেওয়া বা হজ করানো। হোক তা দেরিতে বা তাৎক্ষণিকভাবে। আর স্ত্রী যদি এগুলো ছাড়াই রাজি থাকে, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। যেমন: স্বামীর ইসলাম গ্রহণ, ইলম অর্জন, পুরো কুরআন বা এর কিছু অংশ মুখস্ত করা ইত্যাদি।[৩৪] প্রকৃতপক্ষে শরীয়তে মোহরের বিধান দেওয়া হয়েছে মহিলাদের উপকারের জন্য। সুতরাং যদি স্ত্রী স্বামীর ইলম,

৩৪. উল্লেখ্য যে, হানাফী মাযহাব অনুসারে মোহরের জন্য সর্বনিম্ন দশ দিরহাম সমমূল্যের সম্পদ হওয়া জরুরি। বর্তমানে দশ দিরহামে দুই ভরি দশ আনা তথা ৩০.৬১৮ গ্রাম রূপা হয়। এর চেয়ে কমে মোহর নির্ধারণ করলে নূন্যতম তাকে দশ দিরহাম সমমূল্যের মোহরই আদায় করতে হবে। (হিদায়া: ১/১৯৮-১৯৯) - সম্পাদক

দীন, ইসলাম, কুরআন তিলাওয়াত এসবের মাধ্যমেই সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে এটাই হবে সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্ট মোহর।[৩৫]



২৪

মোহর সহজ ও সাধারণ করার প্রতি শরীয়ত উৎসাহ প্রদান করেছে। কেননা, এতে বরকত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাত নিহিত রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ

"সর্বোত্তম বিবাহ হচ্ছে যেটা সহজে সম্পন্ন হয়।"[৩৬]

অন্য হাদীসে আছে–

إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا

"নারীর জন্য বরকত হচ্ছে– তার প্রস্তাব, মহর এবং গর্ভকে সহজতর করে দেওয়া।"[৩৭]

৩৫. যাদুল মাআ'দ লি ইবনুল কায়্যিম: ৫/১৬২
৩৬. সুনানে আবু দাউদ: ২১১৭; মুস্তাদরাকে হাকেম: ২৭৪২
৩৭. মুসনাদে আহমাদ: ২৪৪৭৮; সহীহ ইবনে হিব্বান: ৪০৯৫

Scanned with CamScanner

২৫

বিয়ের কথা সকলকে জানিয়ে তাতে ওলীমার ব্যবস্থা করাও মুস্তাহাব; যদিও একটি বকরির মাধ্যমে হোক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাযি.-কে বললেন– أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ "তুমি ওলীমার ব্যবস্থা কর। যদিও তাতে একটি বকরির প্রয়োজন হয়।"[৩৮]

আর স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করার পর বা আকদ অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় হলেও এতে কোনো অসুবিধা নেই। ওলীমার সময় অনেক প্রশস্ত ও ব্যাপক। এ ক্ষেত্রে তার এলাকার মানুষ বেশি অগ্রাধিকার পাবে।

২৬

কাউকে ওলীমার দাওয়াত দেওয়া হলে তাতে তার উপস্থিত থাকা আবশ্যক। আর যদি কেউ খেতে অপছন্দ করে, তাহলে তার জন্য দুআ করে চলে আসবে। আর যখন এমন কোনো ওলীমা অনুষ্ঠানের দাওয়াত দেওয়া হবে, যাতে কোনো পাপাচার চলছে। যেমন সেখানে মদ, নাচ-গানের আড্ডা চলছে; এমতাবস্থায় যদি কোনো

৩৮. সহীহ বুখারী: ৬৩৮৬; সহীহ মুসলিম: ১৪২৭

ধরনের সমস্যা ও ফেতনা ছাড়া সে বাধা দিতে পারে, তাহলে তাকে অবশ্যই যেতে হবে এবং বাধা দিতে হবে। অন্যথায় এমন মজলিসে উপস্থিত হওয়া যাবে না। আর যদি না জেনে গিয়ে এসব অবস্থার সম্মুখীন হয়, তাহলে সম্ভব হলে নিষেধ করবে আর না হয় চলে আসবে।

২৭

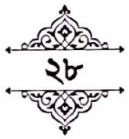
নব দম্পতির জন্য বরকতের দুআ করা মুস্তাহাব। তাদের জন্য এভাবে দুআ করা যায়–

بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير

"আল্লাহ তোমাদেরকে বরকত দান করুন, তোমাদের ওপর বরকত নাযিল করুন এবং তোমাদের মাঝে উত্তম ও নেক সম্পর্ক গড়ে দিন।"[৩৯]

৩৯. সুনানে আবু দাউদে এ দুআ এভাবে বর্ণিত হয়েছে– بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ -- অনুবাদক।

Scanned with CamScanner



২৮

স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম সম্পর্কের সময় স্বামী তার সাথে ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ দেখাবে। যেমন: তাকে পানি, শরবত ইত্যাদি পান করানো এবং তার মাথায় হাত রেখে তার জন্য দুআ করা।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

"হে আল্লাহ, তার মাঝে যে কল্যাণ রয়েছে ও আপনি তাকে যে কল্যাণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, আমি আপনার কাছে তা প্রার্থনা করছি। এবং তার মাঝে যে অকল্যাণ রয়েছে ও আপনি তাকে যে অকল্যাণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, আমি আপনার কাছে তা থেকে পানাহ চাচ্ছি।"

এরপর তাকে সাথে নিয়ে দুরাকাত নামাজ পড়াতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা, সালাফের অনেকের থেকে এমন বর্ণনা পাওয়া যায়। সহবাসের সময় বলবে–

بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

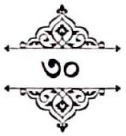
"আল্লাহর নামে শুরু করলাম। হে আল্লাহ, আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখুন এবং আমাদেরকে যা দেবেন, শয়তানকে তা থেকে দূরে রাখুন।"[৪০]

সহবাসের মাধ্যমে সাওয়াবের আশা করবে, স্ত্রীর হক আদায়ের কথা ভাববে, নিজেকে পবিত্র রাখার কথা চিন্তা করবে, স্ত্রীর সাথে উত্তমভাবে জীবন কাটানোর প্রত্যয় ও নেক সন্তান লাভের আশা করবে এবং এমন আরও অনেক নেক দুআ করবে।



২৯

স্বামীর জন্য দিনে রাতে যখন ইচ্ছা তখন স্ত্রীর সাথে সব ধরনের আনন্দ-ফূর্তি করার অবকাশ আছে। তবে হায়েজ-নেফাসের সময় এবং গুহ্যদ্বার (মলদ্বার) দিয়ে সহবাস করা যাবে না।



৩০

স্বামী-স্ত্রী উভয়েই একত্রে একই জায়গায় একই পাত্র থেকে গোসল করতে পারে।

৪০. সহীহ বুখারী: ৬৩৮৮; সহীহ মুসলিম: ১৪৩৪

Scanned with CamScanner

৩১

স্বামী স্ত্রী উভয়ের জন্য তাদের গোপনীয় বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করা হারাম। কেননা, এটা আমানত। তাই এর গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

"কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সর্বনিকৃষ্ট মানুষ হবে, যে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর মিলিত হয়, অতঃপর তাদের গোপন বিষয় (মানুষের নিকট) প্রকাশ করে দেয়।"[৪১]

৩২

স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ ও অন্তরঙ্গতার প্রতি শরীয়ত গুরুত্বারোপ করেছে। আর আল্লাহ তাআলা বিশেষ করে পুরুষদেরকে স্ত্রীদের খুশি রাখার জন্য অনেক বেশি সদাচরণ ও কোমল ব্যবহারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন–

৪১. সহীহ মুসলিম: ১৪৩৭

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়তো তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।"[৪২]

তিনি আরও বলেন–

فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ

"হয়তো তাদেরকে সুন্দরভাবে নিজেদের কাছে রেখে দেবে...।"[৪৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

"তোমরা নারীদেরকে উত্তম উপদেশ দান কর।"[৪৪]

তিনি আরও বলেন–

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

৪২. সূরা নিসা: ১৯
৪৩. সূরা বাকারা: ২২৯
৪৪. সহীহ বুখারী: ৫১৮৬; সহীহ মুসলিম: ১৪৬৮

Scanned with CamScanner

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার পরিবারের কাছে উত্তম, সেই প্রকৃত উত্তম। আর তোমাদের মধ্যে আমি আমার পরিবারের নিকট সর্বাধিক উত্তম।"[৪৫]

'উত্তমভাবে বসবাস' এর মধ্যে অনেক কিছুর সমন্বয় রয়েছে। যেমন: কথা ও কাজে উত্তম আচরণ দেখানো, পরস্পরের মাঝে ভালোবাসার শব্দ আদান-প্রদান করা, হাদিয়া দেওয়া, সম্মান ও ভালোবাসা প্রকাশ করা, স্ত্রীর যেকোনো কষ্ট দূর করা, তার প্রতি সব সময় অনুগ্রহ করা, সদাচারী হওয়া, তার ছোট-বড় সকল প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখা, অসুস্থ হলে সেবা করা, কোনো কাজ কষ্টকর হলে তার কষ্ট কমিয়ে দেওয়া, তাকে আনন্দ দেওয়া, সৌন্দর্য ও সাজগোজ অবলম্বন করা, পারস্পরিক হকগুলো আদায় করা। তার ভরণপোষণ ইত্যাদি সকল কিছুর ব্যবস্থা করা। তাই স্বামীর উচিত নিজের সাধ্যমতো স্ত্রীর কদর বুঝে তার প্রতি সদয় হওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

"আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের ওপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের ওপর নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।"[৪৬]

৪৫. সুনানে তিরমিযী: ৩৮৯৫
৪৬. সূরা বাকারা: ২২৮

মুফাসসিরীনে কেরামের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, নারীদের ওপর পুরুষদের যেই শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে সেটা নারীর ওপর পুরুষকে মর্যাদা প্রদান, স্ত্রীর সব ধরনের প্রয়োজন পূরণ এবং স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে নিজের পূর্ণ বা আংশিক অধিকার ছাড় দেওয়ার কারণে।[৪৭]

সুতরাং পুরুষদের এই শ্রেষ্ঠত্বের মাধ্যমে তাদেরকে মূলত স্ত্রীদের সাথে সুন্দরভাবে জীবন কাটানোর প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। তাদের জন্য সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা পরিহার করার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। অতএব পুরুষরা যেন এগুলো মেনে নেয়।[৪৮]

এ জন্যই ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, স্ত্রীর কাছ থেকে আমি আমার সবগুলো হক পরিপূর্ণরূপে আদায় করাটা পছন্দনীয় নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন– وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ "আর পুরুষদের জন্য রয়েছে নারীদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব।"[৪৯]

৪৭. তাফসীরে তাবারী: ৪/১২২-১২৩
৪৮. আল মুহাররিরুল ওয়াজিজু লি ইবনে আতিইয়্যাহ: ১/৩০৬
৪৯. তাফসীরে তাবারী: ৪/১২৩

Scanned with CamScanner

৩৩

আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন যে, স্ত্রীদেরকে তোমরা রেখে দাও বা ছেড়ে দাও; উভয় অবস্থায় তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তিনি ইরশাদ করেন–

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

"তাদেরকে যথোপযুক্ত পন্থায় রেখে দাও অথবা যথোপযুক্ত পন্থায় ছেড়ে দাও।"[৫০]

তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে উত্তম আচরণের মাধ্যমে ধরে রাখ। খারাপ আচরণ, ক্ষতি সাধন, বা জোর করে আটকিয়ে রাখার মাধ্যমে তাদেরকে রেখে দিও না। কারণ, এমনটা করা বৈধ নয়।

আল্লাহর বাণী "তাদেরকে উত্তমভাবে বিচ্ছিন্ন করে দাও" এর উদ্দেশ্য হলো, আলাদা করতে চাইলে এমনভাবে আলাদা করবে, যেন তাদেরকে কোনো প্রকার কষ্ট না দেওয়া হয়, তাদের সাথে কোনো ধরনের খারাপ ভাষা ব্যবহার না করা হয় এবং তাদের মাল থেকে কিছু নেওয়ার জন্য তাদেরকে ধমক না দেওয়া হয়।[৫১]

৫০. সূরা তালাক: ২
৫১. তাফসীরে সা'দী: ৮৬৯

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

"তোমরা নিজেদের মধ্যকার অনুগ্রহগুলো ভুলে যেও না।"[৫২]

৩৪

স্ত্রীর কাছে পুরুষের যে অধিকারগুলো আছে, সেগুলো হলো– তার কথামতো চলা, তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলা, তার আনুগত্য করা, যখন তাকে বিছানায় আহ্বান করে তখন তার ডাকে সাড়া দেওয়া, স্বামীর জন্য সৌন্দর্য ও বৈধ সাজগোছ অবলম্বন করা, তার ইজ্জত-সম্মান ও ধন-সম্পদ হেফাজত করা, স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোজা না রাখা, তার খেদমত করা, স্ত্রীর ওপর স্বামীর যে অনুগ্রহ ও করুণা আছে সেগুলোর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তার ডাকে অস্বীকৃতি না জানানো।

৫২. সূরা বাকারা: ২৩৭

Scanned with CamScanner

৩৫

আর স্বামীর কাছে স্ত্রীর অধিকারগুলো হলো– বিয়ের শর্তগুলো পূরণ করা (যদি তা বৈধ সীমার মধ্যে হয়), তার জন্য খরচ করা, তার বিছানার হক আদায় করা ও তাকে ক্ষমা করা, ভালোভাবে আচার ব্যবহার করা, আল্লাহর বিধি-নিষেধ মেনে চলার আদেশ দেওয়া, সকল স্ত্রীর সাথে সমান ন্যায়বিচার করা (যদি কারও একাধিক স্ত্রী থাকে), স্ত্রীর সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করা, তার অনুগ্রহ ভুলে না যাওয়া, তার ভুল-ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা।

৩৬

সুখময় পরিবারের ভিত্তি হলো, পারস্পরিক ভালোবাসা ও অনুগ্রহ। এভাবে ইলম চর্চা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাম্পত্য জীবনের আলোচনা অধ্যয়ন করে নিজেদের ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়িত করার মাধ্যমে গড়ে ওঠে সেই সুস্থ সুন্দর একটি পরিবার।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

"তোমাদের মধ্যে যে তার পরিবারের কাছে উত্তম, সেই প্রকৃত উত্তম। আর আমি হলাম তোমাদের মধ্যে পরিবারের নিকট সর্বাধিক উত্তম।"[৫৩]

পরিশেষে (আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি)–

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"হে আমাদের রব, আমাদের স্ত্রী-সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাকিদের জন্য অনুসরণীয় বানান।"[৫৪]

আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে এবং সকল মুসলমানকে দুনিয়া ও আখিরাতে সুখী করেন এবং আমাদেরকে তাঁর পছন্দের আমলগুলো করার তাওফীক দান করেন। সকল প্রশংসা কেবল তাঁরই।

৫৩. সুনানে তিরমিযী: ৩৮৯৫
৫৪. সূরা ফুরকান: ৭৪

Scanned with CamScanner

পাঠকের পাতা

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Scanned with CamScanner

সম্পাদকের কথা...

মা-বাবা যদি সত্যিকারার্থে তাদের সন্তানের কল্যাণকামী হয়ে থাকেন; তাহলে তারা অবশ্যই চাইবেন, তাদের সন্তান জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো কাজ থেকে বিরত থাকুক। আজ কত মা-বাবার পরিণত বয়সী সন্তানরা প্রেম-লিভ টুগেদার এহেন অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত। ভালোবাসা আর ফ্রেন্ডশীপের নামে তারা যেনা-ব্যভিচারে ডুবে আছে। বস্তুত, তারা এমন অবৈধ সম্পর্কে ডুবে থাকার কারণেই নেক আমলে কোনো মজা পাচ্ছে না। সে অন্তর কি আদৌ আমলের মজা বা স্বাদ লাভ করতে পারে, যা সারাক্ষণ বিপরীত লিঙ্গের কল্পনা আর কামনা-বাসনায় বিভোর থাকে? আফসোস, আজকের মা-বাবারা কি সন্তানদের এমন সর্বনাশা জীবনযাপনের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে ভেবে দেখার একটুও অবকাশ পায় না, না তারা সন্তানদের অশ্লীল জীবনাচারকে কোনো গুনাহই মনে করে না?! বাস্তবিকই বিবাহের পদ্ধতি ও এর উপকারিতা সম্পর্কে বর্তমান সমাজের মানুষদের সঠিক ধ্যানধারণা না থাকার ফলেই দিনদিন এ সহজ আমলটির পথ-পন্থা কঠিন হয়ে উঠছে। আর বিবাহ কঠিন হয়ে যাবার কারণে যুবক-যুবতীরা নিজের খায়েশাত পূর্ণ করছে অবৈধভাবে। বৃদ্ধি পাচ্ছে যেনা-ব্যভিচার, অশ্লীলতা-বেলেল্লাপনা। আসলে ইসলামে বিবাহ কতটা সহজ এবং এর উপকারিতা ও শরয়ী রূপরেখা কী, এ সম্পর্কে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে লেখক খুব সহজ-সরল ও উপকারী কিছু আলোচনা তুলে ধরেছেন। পাঠক এর থেকে উপকৃত হবার যথেষ্ট খোরাক পাবেন, ইন শা আল্লাহ।

- মুফতী তারেকুজ্জামান

Scanned with CamScanner

বিবাহের কথা শুনলেই আজকের যুবসমাজ চমকে ওঠে। বিবাহের প্রতি তাদের অনীহা কিংবা অনাগ্রহের কারণে কিন্তু নয়। তাদের চমকে ওঠার কারণ– বিবাহের আয়োজন ও ধরন আজকের সমাজে এতটাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, তারা চাইলেও সহজে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। তারা চিন্তায় পড়ে যায়, বিবাহ মানে তো এর পেছনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচের ব্যাপার। আসলে কি ইসলামে বিবাহ কঠিন কোনো আমল? বিবাহকে তো বরং ইসলাম সহজ করেছে। আসলে এ সম্পর্কে না জানার কারণেই অনেকে সামাজিকতার প্রভাবে ভুল ধারণার শিকার হন। বিবাহের উপকারিতার দিকে লক্ষ করে যদি যুবক-যুবতীদের যথাসময়ে বিবাহের ব্যবস্থা করানো যেত, তাহলে তারা বহু নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকতে পারত। আশা করি, বিবাহ নিয়ে লিখিত ছোট্ট এ বইটি পড়ে পাঠক বিবাহের উপকারিতা ও এর শরয়ী রূপরেখা সম্পর্কে ভালোই ধারণা লাভ করতে পারবে, ইন শা আল্লাহ।

RUHAMA
PUBLICATION

www.facebook.com/ruhamapublicationBD

Scanned with CamScanner